যুক্তিবাদী দিবস পালনের প্রয়োজনীয়তা

লেখক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ কে উৎসর্গীকৃত

নন্দিনী হোসেন

পহেলা মার্চ যুক্তিবাদী দিবস হিসাবে পালনের ঘোষনা দিয়েছে মুক্ত-মনা ।আমার কাছে এটা একাধারে অভিনব ও আনন্দের ।এরকম একটা দিন পালনের পক্ষে যুক্তি আছে।পৃথিবীর মানুষ,বিশেষ করে পশ্চিমা সমাজ এতদুর এগিয়ে গেছে এসব ব্যাপারে ,যা আমাদের মত ভিতু এবং ভেতো বাংগালীদের চিন্তার ও বাইরে !
আমরা এখন ও কোন মতে প্রাণটা বাঁচানোর জন্য আকুতি মিনতি করছি !আমরা ভয়ে ভয়ে কাঁপি,কখন কার প্রাণটা নিয়ে টান পরে ।দেশ ছেয়ে যায় মসজিদে মাদ্রাসায় ,মোল্লায় টুপি তে, রগ কাটায় ,ফতোয়ায়,একাত্তরের ঘাতকে !
আমরা অসহায় পরে পরে মার খাই আর ভয়ে সেঁধিয়ে যাই আর ও গহিনে,যদি ও সে জায়গা নেই আজ কোথা ও ।
এখন ও আমরা একাত্তরের পরাজিত হায়েনাদের তাঁড়া খেয়ে বেঘোরে মারা যাচ্ছি। অথচ আমরা এখন স্বাধীন দেশের মানুষ,গনতন্ত্র ও নাকি আছে সেই দেশে।
হাঁ,আছে তো বটেই।সেই গনতন্ত্রের দেশে রাজাকার বুক ফুলিয়ে গাড়িতে ফ্লাগ হাকায়,আর দেশের জন্য,দেশের মানুষের কথা বলতে গিয়ে লেখকের রক্ত নিলামে উঠে !এরা যুক্তির কোন ধার ধারে না, ভিন্নমত বলতে কোন শব্দ এদের অভিধানে নেই, মানবতা এদের কাছে হাস্য পরিহাসের বিষয় ।
আজ এই ঘোর দুর্দিনে পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুক্ত মনের বাংগালীরা ,মানবতায় বিশ্বাসী বাংলার মানুষেরা এক হয়ে কিছুক্ষনের জন্য যদি সবার প্রাণে প্রাণ মিলান,উচ্চারন করেন,হাঁ,আছি,আমরা আছি,ভয় কি সোনার বাংলার মানুষ ?কাকে ভয় ?অন্যায় ,অশুভ কি কোন দিন কোথাও জিতেছে ?
সুরের কাছে অসুর কে ত পরাজিত হতেই হবে,দুদিন আগে আর পরে।মানবের ইতিহাস ত তাই বলে !
সবাই কে আজ এই যুক্তিবাদী দিবসে শুভেচ্ছা জানাই ।

কল্যান হোক সবার
০১/০৩/২০০৪